ময়নামতীর চর
বন্দে আলী মিয়া

ময়নামতীর চর

বন্দে আলী মিয়া

প্রাপ্তিস্থান
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—মাকে দিলাম

ময়নামতীর চর

[ক]

বরষার জল সরিয়া গিয়াছে জাগিয়া উঠেচে চর
গাঙ-শালিকেরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।
গহিন নদীর দুই পার দিয়া আঁখি যায় যত দূরে
আকাশের মেঘ অতিথি যেন গো তাহার আঙিনা জুড়ে ;—
মাছরাঙা পাখী একমনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি
ঝাড়িতেছে ডানা বন্য হংস পালক যেতেচে খসি—
তট হতে দূরে হাঁটু জলে নামি এক পায়ে করি ভর
মৎস্যের ধ্যানে বক দুটি চারি সাজিয়াছে ঋষিবর।
পাখ্না মেলিয়া কচি রোদে শুয়ে উদাসী তিতির পাখী
বারে বারে দুটি ডানা ঝাপটিয়া ধূলাবালি লয় মাখি।
বিরহিণী চখি চখারে পাইয়া কত কি যে কথা কয়,
গাঙচিল স্থধু উড়িয়া বেড়ায় সকল পদ্মাময়।
ডুবানো না'য়ের গলুয়ের 'পরে শুয়ে শুয়ে কাঁচা রোদে,
ধাড়ি কচ্ছপ শিশু জলসাপ আলসে নয়ন মোদে।
বুনো ঝাউ গাছে টিট্টিভ পাখী বেঁধেচে পাতার বাসা,
বাব্লার ডালে ঘুঘু দম্পতি জানাইছে ভালোবাসা।

ভোর না হইতে ডাহুক ডাহুকী করিতেছে জলকেলি,
জল ভরা ক্ষেতে খুঁজিছে শামুক পানিকোড় সারা বেলি ;
কাঁচা বালুতটে চরণ-চিহ্ন রেখে গেছে খঞ্জনা,
পুচ্ছ নাচায় সুঁইচোর পাখী—চাহ্ একা আন্‌মনা।
ফড়িং খুঁজিতে শালিকের ঝাঁক করিতেছে কলরব,
লক্ষ হাজার বালিয়া হাঁসের দিন ভরা উৎসব।

দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করে চর—দূর গ্রামে মাখা কালি,
উত্তুরে বায়ে শিশু মরু হতে উড়ে যায় সুধু বালি,
অশথের তলে জলি ধান লাগি চাষীরা বেঁধেচে কুঁড়ে—
কাঁচা যব শীষ আলোর ডাকেতে আসিয়াছে মাটি ফুঁড়ে।
ছায়া আর রোদে ঝিকিমিকি জলে হাজার ঊর্ম্মি দল
কূলে কূলে তার আছাড়িয়া পড়া—দিনে রাতে কোলাহল।
দুপুরে যে-দিন নেমেচে সন্ধ্যা—মেঘেতে ঢেকেচে বেলা,
গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসিতে না করে হেলা ;
কেহ আসে একা—দল বেঁধে কেহ—চলে তারা তাড়াতাড়ি,
পথে যেতে যেতে খুলে দিয়ে গরু তাড়াইয়া আনে বাড়ী।
গোহালের পাশে শুকানো যে ঘুঁটে ধামায় ভরি তা লয়,
কঞ্চির বেড়া ধরিয়া বধূরা প্রিয়-পথ চেয়ে রয়।
দোকানীর বৌ নদী পানে ধায় কোথা গেছে নেয়ে তার,
এমন বাদলে কোন্ হাটে তার বিকাইবে সম্ভার—
জাল বোনা ভুলি জেলের যুবতী বিরহ দিবস গণে
কোথা ধরে মাছ জেলে যে তাহার এমন উতলা ক্ষণে ;
কালো মেঘে ছায় পূর্ব্ব ঈশান জোরে জোরে বায়ু বয়,
বলাকার সারি শকুনের ঝাঁক উড়িচে আকাশময়।

দূরে যতো চলে আঁখির সীমানা বালি আর স্থধু বালি,
জলি ধান গুলো হয়ে গেছে কাটা উঠে গেছে চৈতালী।
পাটের জমিরা করুণ নয়নে চাহিচে নির্ণিমেষ
অঙ্গে তাহার বিধবা নারীর শুভ্র কঠিন বেশ;
খড়গুলা সব কাঁদে ফোঁপাইয়া চাষীরা গিয়েচে ফেলে,
দুপুরের রোদ অন্তরে ওর দিয়েচে আগুন ঢেলে।
পদ্মার সাথে পেতেছিলো সই গাজ্না খালের জল,
সেই থেকে হোথা পড়িয়াছে চর—আর নামেনিকো ঢল্।
আদিম কালের বালিকা ধরণী সাগর জননী বুকে
ঝড়ো বাতাসেতে উড়াইয়া বালি নাচিছে সকৌতুকে।
দহের সলিল শুকায়েছে কবে নাহি তার ইতিহাস,
ময়নামতীর ঘাটে স্থধু চলে খেয়া নাও বারোমাস।

বালুভরা আজ ধূসর মরুভূ গাজ্না বিলের চর,
আছিলো ওখানে শিবমন্দির জাগ্রত কালী ঘর—
গোয়ালের পাড়া ডোমের বসতি ছিলো তার চারিপাশে,
বাগ্দীর বাড়ী চাষীদের কুঁড়ে আজো যেন চোখে ভাসে।
পুরানো পাকুড় ছিলো ওই হোথা কাঁচা ও-সড়ক ঘেঁসি,
সন্ধ্যার কাক আসিত সেথায় সুখনীড় অন্বেষি।
মুচিদের ছোটো পাতার ছাউনি ছিলো ওর শাখাতলে,
বাঁচায়েছে তারে বুকে সাপটিয়া বাদলের ঝড় জলে।
গর্ম্মির রোদে শ্রান্ত বেহারা নামায়ে সোয়ারি ডুলি,
ওরি ছায়াতলে খেয়েচে বাতাস মাজার গামছা খুলি।

বেসর দুলায়ে মাজন-দশনা সুর্ম্মা-নয়না মেয়ে,
ডুলির কাপড় ফাঁক করে করে দেখেচে বাহিরে চেয়ে ।
সাথে নিয়ে চলে পোট্‌লা ভরিয়া বেগুন কুম্‌ড়া কদু
ভিন্‌ গাঁ হইতে আন্‌ গাঁয়ে গেছে জেলের ঝিয়ারী বধূ ।
এরি কিছু দূরে বাঁশ ঝাড় তলে ছিলো হোথা পড়োবাড়ী
কত বৌ-ঝির নিশাস্‌ যে ওর বাতাস করেচে ভারী ;—
চক্‌-মজিদের মোয়াজ্জিনের গুণের ছিলো না শেষ,
দর্‌গা-পীরের বিবিকে লইয়া হলো সে নিরুদ্দেশ ।
রাখাল বালক সাথীদের সাথে নেমেছিলো ওই খালে
সেই শেষ তার উঠিলো না আর ফিরিলো না কোনো কালে
পদ্মা ভাঙনে ভেঙেচে সেবার মধুমালতীর গাঁ
কে যে কোথা গেছে ঘর দোর ছাড়ি নাহি তার ঠিকানা ।
গত রজনীর স্বপনের সম যেন আজি মনে হয়—
জগতের ছোটো খেলাঘরে তারা করেছিলো অভিনয়,
কাল যেথা ছিলো পল্লী বসতি আজি সেথা বালুচর
নীড়-হারাদের তপ্ত নিশাসে ধূ ধূ করে প্রান্তর ।

চরের ডাহিনে আছিলো যেথায় বিন্দি পাড়ার হাট—
সেখানে আজিকে শর্‌-বন মাঝে হয়েচে শ্মশান ঘাট,
মানুষ যেথায় পায়ে হেঁটে গেছে বিকিকিনি করিবারে
চৌদলে চড়ি আসিচে সে সেথা মরণ-অন্ধকারে ;—
চারিপাশে তার আধপোড়া বাঁশ ভাঙা কলসীর কাণা,
শিমূলের গাছে আধ্‌প’র রাতে শকুনী ঝাপ্‌টে ডানা ।
মাংসের লোভে ছেঁড়া বালিশের তুলা লয়ে বারেবার,
শৃগাল গৃধিনী করিচে বিবাদ—কাঁদে খুলি কাঁদে হাড় ।

এ-পারের এই বুনো ঝাউ আর ও-পারের বুড়ো বট
মাঝখানে তার আগাছায় ভরা শুকনো গাঙের তট ;
এরি উঁচু পারে নিত্য বিহানে লাঙল দিয়েচে চাষী
কুমীরেরা সেথা পোহাইচে রোদ শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি।
কূলে কূলে চলে খরসুলা মাছ—দাঁড়িকাণা পালে পালে
ছোঁ দিয়ে তার একটারে ধরি গাঙচিল বসে' ডালে
ঠোঁটে চেপে ধরি আছাড়ি আছাড়ি নিস্তেজ করি তায়
মুড়ো পেটি লেজ ছিঁড়ি একে একে গিলিয়া গিলিয়া খায়।
এরি কিছু দূরে একপাল গরু বিচরিছে হেথা সেথা
শিঙে মাটি-মাখা দড়ি ছিঁড়ি ষাঁড় চলে সে স্বাধীনচেতা।
মাথা নীচু করি কেহ বা ঝিমায় কেহ বা খেতেছে ঘাস
শুয়ে শুয়ে কেহ জাবর কাটিয়া ছাড়িতেছে নিশ্বাস ;
গোচর-পাখীরা ইহাদের গায়ে নির্ভয়ে চলে ফেরে
উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে ;
বক পাখীগুলা গোচরকীয়ার হয়েচে অংশীদার
শালিক কেবলি করিচে ঝগড়া—কাজ কিছু নাই তার।

নতুন চরের পলি জমিটাতে কলাই বুনেচে যারা
আখের খামারে দিতেচে তারাই রাতভর পাহারা ;
ক্ষেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে পুঁতে শূন্যে বেঁধেচে ঘর
বিচালী বিছায়ে রচেছে শয্যা বাঁশের বাখারী 'পর।
এমন শীতেও মাঝ-মাঠে তারা খড়ের মশাল জ্বালি
ঠক্ঠকি নেড়ে করিচে শব্দ—হাতে বাজাইছে তালি—
ও-পার হইতে পদ্মা সাঁতারি বন্য বরাহ পাল
এ-পারে আসিয়া আখ্ খায় রোজ—ভেঙে করে পয়মাল

তাই বেচারীরা দারুণ শীতেও এসেচে নতুন চরে
টোঙে বসি বসি জাগিতেছে রাত পাহারা দেবার তরে ;
কুয়াশা যেন কে ঝুলায়ে দিয়েচে মশারির মত করি
মাঠের ও-পাশে ডাকিতেছে 'ফেউ' কাঁপাইয়া বিভাবরী।
ঘুমের শিশুরা এই ডাক শুনি জড়ায়ে ধরিচে মা'য়
কৃষাণ-যুবতী সাপটি তাহারে মনে মনে ভয় পায় ;
'ফেউ' নাকি চলে বাঘের পিছনে গাঁয়ের লোকেরা বলে-
টোঙের মানুষ ভাবিতেছে ঘর—ঘর ভেজে আঁখি-জলে।

এই চরে ওই হালটের কাণে বিঘে দুই ক্ষেত ভরি
বট পাকুড়েরা জন্মেচে হোথা করি দু'য়ে জড়াজড়ি—
গাঁয়ের লোকেরা নতুন কাপড় তেল ও সিঁদুর দিয়া
ঢাক ঢোল পিটি গাছ দুইটির দিয়ে দেছে নাকি বিয়া ,
নতুন চালুনী ভেঙে গেছে তার—মুছি আর কড়িগুলা
রাখাল ছেলেরা নিয়ে গেছে সব ভরি গামছার ঝুলা।
চড়কের মেলা এই গাছতলে হয় বছরের শেষে
সেদিন যেন গো সারা চরখানি উৎসবে ওঠে হেসে।
বটের পাতায় নৌকা গড়িয়া ছেড়ে দেয় জলে কেউ—
এই চর হতে ওই গাঁ'র পানে নিয়ে যায় তারে ঢেউ।
ছোটো ছেলেপুলে বাঁশী কিনে কিনে বেদম বাজায়ে চলে,
বুড়োদের হাতে ঠোঙায় খাবার—কাশে আর কথা বলে।
ছেঁড়া কলাপাতা টুকরো বাতাসা চারিদিকে পড়ে রয়
পরদিনে তায় রাখাল ছেলেরা সবে মিলে খুঁটে লয় ;
উৎসব-শেষে খাঁ খাঁ করে হায় শূন্য বালুর চর—
এ-পারের পানে চাহিয়া ও-পার কাঁদে সুধু রাতভর।

[ঘ]

জোসনা-চাদর ছড়ায়ে পড়েচে ময়নামতীর চরে
বালুগুলা তার ভাঙা কাঁচ গুঁড়া ঝিকি মিকি ঝিকি করে,
আধো ঘুম আর আধেক স্বপন—নয়নে মউজ মাখা
বটগাছ যেন বুড়ো সন্ন্যাসী আঁধারের কাঁথা ঢাকা,
কৃষাণের ছোটো তেলের প্রদীপ ক্ষণে নেবে ক্ষণে জ্বলে
পথ-হারা গাই ইহারে চাহিয়া ঘর পানে আসে চলে—
সারা দিনমান খাটিয়া খুটিয়া সাঁঝের বেলায় আসি
এক বাড়ী সব জড়ো হইয়াছে গেরামের যত চাষী;
কেহ কথা কয়—কেহ হুঁকা টানে—কেউ খায় সুধু পান
কেউ সুর করে একলা বসিয়া ভাঁজে সুধু জারি গান।
ভাসান গাহিচে মোড়লের ছেলে—আস্‌নাই তার ভারী
বছিরের মেয়ে ঘাটে যেতে আজ ভেঙে দেছে তার হাঁড়ি,
এই নিয়ে আজ চর তোলপাড়—কাণঘুঁসা করে সবে
ভাত বেরে দিতে ছলিমের বউ কয় তাই চাপা রবে—
পরের কথায় খুশি ডগ্‌মগ্‌ ছলিম তাহারে কয়
হাটের ফেরৎ দেখেচে সে আরো—একজনা দোষী নয়।
ও-পাড়ার সেখ গাঁজা খেতে এসে বলেচে সেদিন তায়
মোড়লের মেয়ে সাদীর আগেই হামেল হয়েচে হায়;
বউ হাসে মনে—স্বোয়ামীও হাসে—হাসে দুইজনে মিলি
ছলিমের মুখে তুলে দেয় বউ সাজিয়া পানের খিলি।
সাঁচি পানে যেন ভরে দেছে মধু—গালভরা তার রস
এই দিয়ে আজ পরের মেয়ে সে করেচে তাহারে বশ।

ময়নামতীর চর

সারাদিন ধরে রোদে পুড়ে পুড়ে ময়নামতীর চর
জোস্‌নায় যেন ঝিমাইচে শুয়ে পদ্মার বুক ’পর,
দিনের বেলায় খেলিয়াছে টগে পানিকোড় আর মাছে
সাঁঝ না হইতে উড়ে গেছে বক দরগার বট গাছে,
এই গাছ হতে কিছু দূরে আছে মাধব সেখের ক্ষেত
জান্‌কের সাথে এই নিয়ে তার হলো ঢের মতভেদ—
দখল লইয়া দুই দলে খুব হয়ে গেল লাঠালাঠি
কারো গেল হাত কারো গেল পা কারো গেল মাথা ফাটি।
সেই ক্ষেতে আজ ফলেচে কলাই অঢেল মটর শুঁটি
ছলিমের বউ মটরের শাক তুলিয়াছে খুঁটি খুঁটি ;
রোজ শেষ রাতে ছলিম আসিয়া কলাই কাটিয়া লয়—
দোহাল গরুকে কলাই খা’য়ালে দুধ নাকি বেশি হয় !

চরের ও-পাশে খেজুরের বন সেথা ছলিমের বাড়ী
রসের লাগিয়া সাঁঝের আগেই গাছে বাঁধিয়াছে হাঁড়ি।
চালাক ছলিম হাঁড়ির মাথায় মানকচু দেছে পূরে—
রাতে এসে এসে খেয়ে যায় রস নেইল আর বাদুরে,
এই রস দিয়ে রোজ ভোরে হয় পাটালি গুড়ের থান
তাই বেচে তারা চাল ডাল কিনে দিন করে গুজ্‌রান।

শূকরেরা আসি কচু খুঁড়ে খায় যবের ক্ষেতের কাছে
বেজীর পালেরা ইঁদুরের সাথে বাসা বেঁধে সেথা আছে—
ওত্‌ পেতে থেকে পাড়া হতে তারা মুর্‌গীর ছানা ধরে

কুসির কাটার ধূম পড়ে গেছে ও-পাশের জমি ভরি
রাতভর তারা আখ কেটে কেটে রাখিতেছে জড়ো করি,
কারো চোখে ঘুম—শুয়েচে আরামে খেজুরের পাটি পেতে
পাশে বসি কেহ কাটা আখগুলো চিবায়ে লেগেচে খেতে ;
কুসির ভাঙার কল বসিয়াছে কঞ্চির বেড়া দিয়া
বলদ দুইটা ঘুরে চারিদিকে কাঁধেতে জোয়াল নিয়া—
কেহ কাছে বসি এক মনে সুধু কুসির দিতেচে কলে
উনুনের 'পরে রয়েচে কড়াই—নীচে পাটখড়ি জ্বলে।
কুসিরের রস হইতেছে জ্বাল জমিতেছে তার সর
মোড়লের ব্যাটা তোলে তাহা ভাঁড়ে জেগে জেগে রাত ভর
এই রস গুড় সরের পাতিল যাবে বেয়ানের বাড়ী
জামাই মেয়ে ও নাতিরা খাইবে—খুশি হবে তারা ভারী।

এপার হইতে চাহিয়া ওপারে মাঝরাতে মনে হয়
জোস্না সায়রে ময়নামতী সে হেসে খেলে মেতে রয় ;
খোঁপায় জ্বলিচে আগুনের ফুল—আঁচলে জোনাকী মেলা
নিশুতি রাতের কূলে বসি আজ খেলিচে বালুর খেলা।
চকের ওপাশে বাব্‌লার ঝোপ, ছোটো ছোটো ঝাউতরু
দিনের দুপুরে রাখালেরা সেথা চরায়েচে মোষ গরু,
রাতের পহরে ডাকিচে ঝিল্লি হাঁকিচে শিয়াল দল
পূবালী বাতাসে হু হু করে হায় কাঁদিতেছে সে কেবল।

ময়নামতীর বটগাছ

বুড়ো বটগাছ—
দ্বাপর হইতে কলির অবধি আজ
মাঠের সীমায় ঠাঁই দাঁড়াইয়া শূন্যে নজর তুলি
মেঘেরে ধরিতে চাহে হেলায়ে অঙ্গুলি ;—
আকাশে তারারা সবে কী কথা যে কহে
শুনি হেসে মনে মনে গোপনেই রহে।
কারা এলো—গেল কারা সব তার চেনা
শুধিতে আসিয়াছিলো দুনিয়ার দেনা,
তাহাদেরে স্মরি—
পাতা নাড়া শব্দে আজি কাঁদে দিন ভরি।

মাদার গাজী সে নাকি এই গাছ ’পরে—
বারো মাস বসবাস করে।
তাহারি জটার প্রায়
থলো থলো বও সব নেমেছে তলায় ;
হাটুরে লোকেরা কয়—
তারা হেথা পাইয়াছে ভয়।
মাঝরাতে ফিরিতে ঘরের পথ
গাছের ওপরে সন্ন্যাসী তারা দেখিয়াছে আলামত।

ডাক দিয়ে নাকি সুরে
বলে "ওরে, সরে যা না দূরে—
ওই হোথা ঘুরে চলে যা যেথায় যাবি।"
দেখাইয়া দেয় পদ্মবিলের পানে
কিছু যারা নাহি জানে
বিলের মধ্যে নাবি
পথ হারাইয়া ওঠে নাকো আর
পরদিনে দেখে গ্রামের লোকেরা মৃত দেহখানি তার।

চালাক যাহারা খুব
বলে তারা ডেকে "পথ ছাড়ো ওগো বাবাজী গো আজ
কিনে দেবো কাল ধূপ,
কিনে দেবো গাঁজা—দুধ ভাঁড় দুই—সোয়া পাঁচানার চিনি
দেরী হবে নাকো—শেষ জুম্মার দিন-ই।"

বালু দুয়ারের বয়রা ছবেদ সেখ
ওই গাছতলে জমি কিনে চ'ষে গুজ্‌রাণ করে দিন,
মানসা হয়েচে হাঁসিল যাদের—শুধিতে তাহারা ঋণ
হাজত সরঞ্জাম
এনে রেখে দিয়ে গাছের তলায় করে তারা পের্‌নাম।
বলে "বাবাজী গো, দিয়ে গেনু মোরা মানসার সব চিজ্‌
মুসিবত হতে রেহাই মোদের দিস্‌।"

ছবেদ সেখের টুক্‌রো জমিটা এই সব জিনিসেতে—
ভরে যায় একেবারে।
জমি কিনে তার দুনো হলো লাভ ভাবি তাই বারে বারে
ছবেদ বেচারী আপনার সব জানি
মানসার পাঁঠা মোরগ মুর্‌গী গাঁজার কল্কে আনি
নিজেই সে গুলো খায়।
লোকে বলে তারে—"মর্‌বি এবার হায়,
বাবাজীর ধন খাইতেছ তুমি—বাঁচন তোমার নাই।"
শুনিয়া সে হাসে—'মরিব তো বটে—আজ তবে খেয়ে যাই।'

সেবার বছর পরে
আমন বতর উঠিলো না তার ঘরে।
এমন রোদেও জন্মেনি স্তধু তাহারি জমিতে ধান
ব্যাপার দেখিয়া ছবেদ সেখের ভাঙিলো কলিজাখান ;—
সারা দিনমান জমির কিনারে বসিয়া তাহার কাটে
ঘুরিয়া বেড়ায় ময়নামতীর মাঠে।
বছরের ভাত কেড়ে নিলো খোদা—কিছুই দিলো না তায়
নিশ্বাস ফেলি আকাশের পানে চায়।

এমন নসিব তার—
সেই বশেখেই চোখ দুটি গেল—দিনরাত একাকার।
"ছবেদ এবার দেখ" মোড়ল ডাকিয়া কয়,
"মাদার গাজীর মানস খাওয়া যার তার কাজ নয় ;
গায়ের জোরেতে শোনো নাই কথা—এবার তো পেলে টের
শাস্তি হয়েচে ঢের।"

ব্যামোতে ভুগিয়া বহুদিন হলো মরেচে ছবেদ আলি
গাঁ'র লোকে বলে বিদায় আপদ—গিয়েচে চোখের বালি।

আজো সেই বটগাছ
তেমনি করিয়া পাতা নেড়ে কাঁদে একলা মাঠের মাঝ।

পদ্মার চর

বারম্বার ডাকো মোরে দীর্ঘ বালুচর
ম্লান বেলা শেষে
কী বাণী কহিতে চাহে ও-তব প্রান্তর
ওষ্ঠে ক্ষীণ হেসে !
মুমূর্ষুর কাতরতা ঘনায়ে নয়ানে
চাপা কণ্ঠে কী মিনতি কহে মোর কানে
পূর্ব্ব বায়ে আসে হেথা আচম্বিতে যেন
রুদ্ধ শ্বাস ভেসে।
ম্লান বেলা শেষে।

নিঃশেষে দেয়নি ঢেলে সব জল তার
রৌদ্র শিশু ডাকি,
মৃতবৎসা মাতা সম শীর্ণ স্তন ভার
দুগ্ধ রাখে ঢাকি।
সবুজের আলিম্পনা তৃণ দুর্ব্বাদল
বক্ষপুটে তোলে তার মৌন কোলাহল
ঊর্ম্মি সম কাঁচা বালু ঝিকি মিকি জ্বলে
স্বপ্ন স্মৃতি মাখি।
রৌদ্র শিশু ডাকি।

ময়নামতীর চর

ওপারের গ্রামখানি তাপস-নীরব
স্তব্ধ মসি মাখা
তালবৃন্তে হিল্লোলিছে ভোরের উৎসব
দীপ্ত বেণু শাখা।
অন্ধকার শাল বীথি করি নভঃ ভেদ
গ্রীবা তুলি দাঁড়িয়েছে কঠিন নিষেধ—
নীলাম্বরি শাড়ী প্রান্তে আকুঞ্চিত ঘন
পাড় যেন আঁকা—
স্তব্ধ মসি মাখা।

শীর্ণ খালে ভাসাইয়া ক্লান্ত গাভী পাল
চড়ি পৃষ্ঠ 'পরে
সন্তরিয়া ওপারেতে কিশোর রাখাল
নামে বালুচরে,
নিদ্রাহীন দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ সারাবেলা
রৌদ্রে দহি করে সুধু গোচারণ খেলা
দিন শেষে দিগন্তের ম্লান মুখে চাহি—
ফেরে গৃহ তরে।
নিত্য এই করে।

গুটাইয়া বস্ত্র প্রান্ত তুলি জঙ্ঘা দেশ
নামি পদ্মা জলে
হাটবারে পারাপার দুর্গতির শেষ
তবু এরা চলে।

জল ভাঙি বালুচরে দূর দিশাহারা—
ডুলি লয়ে গ্রামান্তরে চলিচে বেহারা
হাটুরে বেসাতি লয়ে ফেরে ক্ষুব্ধ একা
অন্ধ নভঃ তলে।
নামি পদ্মা জলে।

এপারে বসতি ঘন গোয়ালের ঘর—
মুচি ডোম পাড়া
দুপুরের খর তপ্ত নিঝুম প্রহর
নাহি কারো সারা।
ফিরে গেছে সিক্তবাসে স্নানার্থিনী বালা
বধূ চলে কক্ষে ঘড়া পথ সে নিরালা
কুঞ্জছায়ে অবিরাম কপোত দম্পতী
ঢালে ফল্গু ধারা।
নাহি কারো সারা।

ঝপ্‌ঝপের দহ্‌

চক নূরপুর পার হয়ে গেলে হালটের কিছু দূরে
ঝপ্‌ঝপে দহ্‌ ঘুমায়ে পড়েচে আধখানি গাঁও জুড়ে।
পার দিয়ে তার আউস আমনে মিতার মতন ভাব
তিসি যব ধনে হানে করতালি মনে হয় দেবে ঝাঁপ্‌—
তুবলা ছিঁড়িয়া চাপ্‌ চাপ্‌ মাটি ভেঙে ভেঙে রোজ পড়ে
ওরি ফাটলেতে শালিখ পাখীরা কেঁচো খুঁজে খুঁজে ধরে ;—
এ-পারে চাহিয়া ও-পারের ওই মামুদ পুরের চর—
পূবের বাতাসে উড়াইয়া বালু কাঁদে যেন দিনভর।
কৃষাণের কুঁড়ে পাতার ছাউনী মেঘ ছামিয়ানা তলে
কলাপাতা গুলো ছেঁড়া পাতা নাড়ি কত কথা ওরে বলে।
চলা আল্‌পথ বাঁকিয়া চুরিয়া নামিয়াছে দহে যেথা
বুড়ো বট সেথা কাঁদিচে বাতাসে ভীরু দুর্ব্বলচেতা—
উহার শাখায় কোঁড়ল পাখীরা বৈশাখে বাঁধে বাসা
শকুন শকুনী করিছে ঝগড়া নেই যেন ভালোবাসা ;
কাক তার ছোটো শাবকের লাগি খাবার আনিছে ঠোঁটে
কারে আগে দেবে—মা'র সাড়া পেয়ে সকলেই জেগে ওঠে।
ওরি তলে বসি রাখাল বালক বড়্‌শি ফেলিয়া দ'য়
ফাত্‌নার পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দু'টি করে ক্ষয়,
বিষ্টির দিনে তালের ছাতায় রুধিতে পারে না জল
মাথাল চুপ্‌সে ভেজে তার দেহ—দেয়া পড়ে অবিরল।

কেঁচো টোপ্ খেতে এসেচে যে পুঁটি টেংরা পাব্দা টাকি
রাখাল ছেলের কৌশলী টানে পারেনিকো দিতে ফাঁকি,
কৈ মাগুরেরা ঝট্পট্ করি নিস্ফল ক্রোধে জ্বলে
পাশাপাশি সবে শুয়ে আছে তার মলিন গাম্ছা তলে।

দহের এপাশে বাব্লার গাছ শাখা পাতা যেন নাই
ন্যাক্ড়া ঝুলিচে সব ডালে তার এতটুকু নাহি ঠাঁই—
জুতো পাট্কেল কঞ্চির আগা বেঁধেচে কে নিরিবিলি
'তেনা-ছেঁড়া গাছ' নাম দেছে কবে গাঁয়ের লোকেরা মিলি
ইতিহাস এর যায়নিকো জানা চোখে দেখি স্থধু রোজ
ভিন গাঁ হইতে লোকেরা আসিয়া স্থধায় ইহার খোঁজ—
কোন্ অভাগীর মরা ছেলে হয়—কাহার হয় না মোটে
কাহার স্বোয়ামী গেছে পরবাসে—পেটে নাহি দানা জোটে ;
দোহাল গাভীটি কোথা গেছে কার—বাছুর খায় না ঘাস
কার জালি গেদা ছাড়িয়াছে দুধ—দু'দিন সে উপবাস
শত রকমের নালিশ লইয়া এই গাছটির তলে
বেটা ছেলে কত মেয়ে ছেলে কত রোজ আসে দলে দলে ;
যাদের মানস হয়েচে হাঁসিল—হাজত আনিচে তারা
ভাঁড় ভাঁড় দুধ—চিনি ধামা ভরা—পায়সে ভরিয়া হাঁড়া ;
গাছের গোড়ায় দুধ সিঁদুরের হয়ে গেছে সরোবর—
খিচুরী বাতাসা সিন্নি সে চলে ভোর হতে রাত ভর।

নিহার চুবানো ঘাসের উপরে কাস্তে কাঁদাল নিয়া
পান্তা খাইয়া রাখাল যখন চলে ও হালট দিয়া—
আওলা গোহাল মুক্ত করিয়া দহের ওই ও পাশে
চাষার মেয়েরা অতি বিহানেই জল ভরিবারে আসে ;

বালু লয়ে লয়ে কেহ দাঁত ঘসে কেহ বা বাসন মাজে
ওই মাটি নিয়ে মাথা ঘসে কেহ লাগে বেসমের কাজে—
চাষার মেয়েরা তুষ্টু বেজায় মাছ চুরি মনে ভাবি
চারিদিকে চাহি চুপে চুপে তারা মাজা জলে যায় নাবি।
বর্ষার দিনে গাঁয়ের ছেলেরা বানা দিয়ে দিয়ে কূলে
পেতেচে যে চারো দোহার খাদুন—ঝাড়ে তাই তুলে তুলে,
মউসি চিংড়ি খরসুলা মাছ ডাঙার অতিথি হয়ে
তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে দিয়ে যেতে চায় প্রাণ ভয়ে;
তাড়াতাড়ি তুলি কোঁচড়ের খুঁটে গেরো দিয়ে বাড়ী যায়
পড়ে থাকা গুলো ভযন চিলেরা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়।

ডাকাতমারির ভিটে

বাহাদুর আর আফরি গাঁয়ের পালান জমির মাঝে
ভিটার মতন গোটা দুই তিন আজো যেই সব আছে,
ডাকাতমারির ভিটা নাকি ওটা শুনিতেছি বহুদিন
কিসে যে উহার হয়েচে ও-নাম নাহি তার কোনো চিন্।
একপাশে তার বেত ঝোপে ঢাকা তিন পাশে কচি ঘাস
কৃষাণেরা মিলি বুক চিরে চিরে দিয়ে গেছে তারে চাষ ;—
লাঙলের ফালে উঠিয়াছে টাকা—রূপার গোটের ছড়া,
কারো বা বরাতে কাঁসার বাসন—মোহর দু'চার ঘড়া,
বরষার শেষে মুচি গিয়ে হোথা বেত কাটিবার তরে—
সোণার ঠাকুর পেয়ে চুপি চুপি নিয়ে এলো নিজ ঘরে।
কাল যে করিত দিন মজুরী সে ফিরায়েছে আজ ভোল্
এই সব নিয়ে চারিদিকে খুব পড়ে গেল সোরগোল।
এ গাঁয়ের লোকে ওই গাঁয়ে যায় নিত্য সকাল সাঁঝে
মেয়ে ছেলেরাও ধামা কাঁখে আসে বেগুন বেচার কাজে ;
দলিজে দোকানে মুদিখানা ঘরে চলে এই কথাটাই
ছিলিমের পর ছিলিম পুড়িয়া হয়ে যায় সুধু ছাই।
কেহ বলে হোথা রহিয়াছে ভূত—কেহ বলে আছে জিন্
কী যে আছে হায় কেহ নিজ চোখে দেখে নাই কোনোদিন ;
মুতের কাপড় কাঁথা ধুতে আসি মেয়েরা চানের বেলা
বালে হালটের সাঁকোর নীচেয় জড়ো হইয়াছে মেলা ;—
সকলে মিলিয়া বলাবলি করে মাল্থ্যার মতো লোক
কেমন করিয়া ফাঁপিয়া গিয়াছে—হয়েচে সে বড়লোক।

ডাকাত মারির ভিটের ওপাশে বিলেই আঁচড়া ঝোপ
ওরি নীচেকার খানিক জমিন হয়ে আছে নাকি দোপ,—
জনরব শুনি সেথা নাকি আছে অনেক গুপ্তধন
মোহরের জালা সোনার কলস টাকা কড়ি অগণন।
কোন্ কালে কারা আছিল ডাকাত—মানুষ মারিয়া তারা
যক্ষের মতো মজুত করিয়া নিজেরা গিয়েচে মারা।
ওই-ও ভিঁটায় খোঁয়ার পালানো ছাগলের পাল চরে
পায়রা ঘুঘুরা খাদ্যের লোভে নির্ভয়ে এসে পড়ে—
পড়ুয়া ছেলের মটর সুঁটিতে প্রীতি দেখা যায় খুব
দল বেঁধে এসে এই ক্ষেতে তারা একেবারে দেয় ডুব,
ওপর নীচের পকেট বোঝাই হয় না যতেক ক্ষণে
গাছ খুঁজি খুঁজি তত বেলা তারা ভুলে যায় এক মনে।
শাক-বেচা বুড়ি দেখিলে এদের তেড়ে যায় নড়ি তুলি
দৌড় দিয়ে সবে বাঁচায় পরাণ মটর সুঁটিরে ভুলি।

এই গাঁ হইতে ওই গাঁর দিকে চাহিয়া পহর কাটে
সবুজ কালী কে ঢালিয়া রেখেচে সারা আফরির মাঠে,
কলাগাছ ঢাকা ছোটো কুঁড়ে ঘর দোলে বাতাসের ঘায়
আমন ধানের বতর এসেচে কৃষাণের আঙিণায় ;
ছোটো বোন যায় বড়ো বু'র বাড়ী রস ভরা পিঠা নিয়া
নানি চলে পাছে কুসিরা গুড়ের ভাঁড় তার আগুলিয়া।
মেয়ের জননী এই গুলো দিতে কত কথা দেছে বলে
সব স্নেহ তার ওরি মাঝে যেন ওই গাঁয়ে যায় চলে—
চিকণ গড়ন হাত পা'ও তার কলমী লতার ডগা
মুখখানি তার মৌড়ি ফুলের অবিকল লক্‌লকা।

নেচে নেচে চলে আল্-পথ-বেয়ে বাতাসের আগে আগে
চারা জামগাছে ফাগুন যেন গো চুমো দেছে অনুরাগে।
বুড়ি নানি হেঁটে পারে নাকো কভু সাথে তার চলিবার
পিছে পিছে আসে—মনে মনে গড়ে ছিন্ন কথার হার,
চলে যার বাড়ী—বড়ো নাতিনীটি—হয় তো সে এত বেলা
বিহানের রোদে পিঠ দিয়ে বসি ভাঙিছে গোবর-ঢেলা।
ছেলে মেয়ে তার কোলাহল করি খাইতেছে বাসি ভাত
কেহ বুঝি খেয়ে হয়েচে ধাঙর—কারো ভরেনিকো আঁত।
ডাকাতমারির ভিটের কিনারে গা'ও ছম্ ছম্ করে
ষড়া গাছ থেকে দিনেই বুঝিবা ঘাড় মট্‌কিয়ে ধরে।

বালি হালটের সাঁকো

পদ্মবিলের বুকের ওপরে লাল সড়কের নীচে
বালি হালটের সাঁকো, মনে পড়ে অতি ছেলে বেলা
বরষার কালো দিনে দূর গাঁয়ে চলিতে একেলা
দেখেছিনু এরে যেন আলু থালু বেশে।
চারিপাশে চূণ আর মাটি—সুর্‌কীর জমেচে পাহাড় ;
কামারে হাতুড়ী পেটে—লোহা কাটে বাটালের ঘায়।
আকাশের মেঘে ঢাকা আলো এসে লাগে বাওরের বুকে
আউসের পাতার ওপরে, দূরে কাঁপে খেজুরের গাছ
গায়ে তার বয়সের দাগ, বছরে বছরে ওরে কাটিয়াছে
ছেনি দা'ও দিয়া। আপনার রসটুকু দিয়েচে নিঙারি
ওরি সাথে দিয়েচে সে প্রীতি মহবত শতধারে ঢেলে
—হেরেছিনু দেয়া ঝরা বরষার দিনে।

স্বপন দেখেছি যেন।
মাঠে মাঠে বেড়ায়েছি ফড়িঙের পিছু পিছু ধেয়ে ;
রাখালের সাথে বসি কোড়য়ের তলে—কহিয়াছি কথা
ওরি সাথে তাড়ায়েছি গরু। ক্ষেতে ক্ষেতে লক্‌লকে ঘাস
কেটে কেটে বাঁধিয়াছি আঁটি, পিঠে বহি চলিয়াছি পথে।
এ-গাঁয়ের রোদ নামে ও-গাঁয়ের ঝোপের আড়ালে
ফেঁচকে কেবলি ডাকে—হাঁড়িচাঁচা উড়ে যায় ঘরে।

টুনি পাখী কোথা বাঁধে বাসা—সুঁইচোরা কিসের লাগিয়া
সারাদিন খুঁড়িতেছে মাটি ;—বুল্‌বুলি ডিমের ওপরে
কোথা দেয় তা'। কাহার কুলায় কচি ছানা গুলা
সুধু সুধু চিঁহি চিঁহি করে, কিছু মোর অগোচর নাই।
সেঙাতের সাথে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরিয়া বেড়াই
ধূলা মাটি নিয়া, একটু জিরোতে আসি সাঁকোর তলায়
বসি মোরা—অকারণে হাসি খুব করি—কহি কত কথা
কিছু তার মানে হয় না তো—পুঁথিতেও যায় নাকো লেখা।
সাঁকোর ইঁটের ফাঁকে শালিকের বাসা, সেথা খুঁজে পেতে
ডিম এনে ভাবিতাম মনে—ঢের্‌ ঢের্‌ দিন গেল চলি
তবু কেন হয় নাকো ছানা। কতদিন বুড়ো টুন্‌টুনি
বুল্‌বুলি দোয়েল পাখীরে ধরিয়াছি কৌশল করি ;
পায়ে তার সুতো বাঁধি—হাতে লয়ে ইয়ারের দলে
বেড়ায়েছি বুক উঁচু করি।

ওই ও সাঁকোর নীচে ফুলে ফুলে হাওরের পানি
দিন রাত কেঁদেচে হেসেচে—মা'ও যেন গেছে তার মারা
অভিমানী জালি গেদা যেন। গাঁয়ের ব্যাসাতি নিয়ে
চলে গেছে পাল তোলা নাও ; হাটুরে এসেচে ফিরে
মাঝরাতে একা—পাড়ার ছেলেরা এসে বসি চারি পাশে
বড়শীতে ধরেচে মাছ ;—শোল-পোনা কূলে কূলে
চুল্‌বুল্‌ করে, ও-যেন পানির পোকা মনে হয় মোর।

ওই ঘাটে রোজ জড়ো হয় এ গাঁয়ের মেয়েরা আসিয়া
গোসলের বেলা না-ই হতে, কেহ আসে
রাতকার কাঁথা সপ নিয়া—কারো হাতে এঁটো থালা ঘটি
খেজুরের ছেঁড়া খোঁড়া পাটি—কারো কাঁখে মাটির কলসী।
কৃষাণের বৌ-ঝিরা কুমুড়ার সাদাসিদা ফুল
ঘোর প্যাঁচ নাহি জানে কিছু, ঘরোয়া দুখের কথা সব
এ উহারে বলে সুখ পায়।

তিন্ পাশে কলাগাছ ঢাকা—ছোটো খাটো উঠানটি বেশ
তার চেয়ে আরো ছোটো নয়া কুঁড়ে ঘর—খড়ের ছাউনি
দিয়ে পরিপাটি বাঁধা ; ওরি পাশে ভ্যাঁড়্লার গাছ
দুলিচে বাতাস লেগে লেগে। তারি একখানা বাড়ী পরে
ও গাঁয়ের মোড়লের ঘর—সবে তারে বড়বাড়ী কয়।
সেখানেতে যাতায়াত মোর, ধাড়ি ধাড়ি মোরগ মুরগী
কম দামে কিনে কিনে আনি।

কালো 'বাচা' ও বাড়ীর মেয়ে, তারি সাথে কথা বলা সুখ
তারি সাথে হাসিতেও সুখ—সে-ই মোরে অত কমে দ্যায়।
সেই লেগে যাই কিনা রোজ—আরো কোনো কারণ ছিল বা
বুঝিতে পারি না কিছু আজ।
আগুনের শীষের মতন কালো গায়ে তেল ঝরে যেন
মিঠে মুখে মিঠে তার কথা, পের্‌থম রসের ঢেউ

তার বুকে তার গায়ে লাগে। চলে যায় মনে হয় মোর
বালুচরে বেড়ায় শালিখ। আমনের আঁটির মতন
চুলগুছি পাতিলের কালি। মোরগেরে বিকানোর সাথে
যেন ওর মন বেচে ফেলে। আমি যেন পয়সার সাথে
দিয়ে দিই পরাণ তাহারে……।

বরষার দিন আজো তেমনি তো আসে, পানি ভরা মেঘে
তার আকাশ ছাইয়া। আমি আর যাই না সে দূর্ পথে
ভিন্ গাঁ'র পানে ; যার লাগি গিয়েছিনু সে তো হায় নাই
নাই আজ জমিনের 'পরে। তার লাগি চোখে আসে পানি।
বাচা আর ছোটো নয়—আজিকে সে স্বোয়ামীর ঘরে
সুখে দুখে করিচে বসতি, ছেলে পুলে হয়েচে তাহার।

পড়ো ঘর

বৃষ্টির জলে চারখানা চাল—সবগুলো তার
পচে গেছে একেবারে, মট্‌কার খড় নাই আর
ঝড়ে তার রাখে নাই কিছু। অনাদি কালের যেন
লাঠি হাতে পিঠ ভাঙা বুড়ো ; বয়সী সে সবাকার
এ গাঁয়ের ঠাক্‌দাদা সম, ঠক্‌ঠকে কাঁপে হেন
ভয় হয়, দিন রাত যে করে গো ধুঁকে ধুঁকে মরে
এখুনি থুব্‌ড়ে মুখ পড়ে বুঝি মাটির ওপরে।

* *

বাঁশের বাখারি গুলো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
রোদে পুড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে রঙ ওর হয়েচে সে কী যে—
মনে হয়, শির দাঁড়া পাঁজড়ার স্তূপ ধরা হাড়।
দস্যি ছেলেরা সুদ্ধ এরে হেরি চমকিছে
নাম হীন 'গোত্র হীন অচেনা ও প্রেত অবতার।
এতটুকু কোমলতা নাই কিছু বেড়া ভাঙা ঘরে—
কবাটের চিহ্ন নাই, জানালাটি আছে হাঁ করে।

* *

কাঠামের খোপগুলো ছেয়ে ফেলি ঘন পুরু জালে
মাকড়সা পরিবার করিচে বসতি ; কোনোকালে
কেহ যেন ঝাড়ে নাই মোছে নাই হায় মেঝে খানা

হেলাফেলা করি ;—আরসুলা শিশুগুলা পালে পালে
বাহিরিয়া আসি রেখে গেছে বিষ্ঠা ঠ্যাং ডানা।
চামচিকে যদিও বা সন্ধ্যা চায় দিনটুকু যাপি—
ইঁদুরেরা দিবসেই বেশি যেন করে দাপাদাপি।

* *

শিকারের লোভে ফেরে গিরগিটি টিকটিকি ধাড়ি
শিশুভেক চলে লাফাইয়া, পিপিলিকা সারি সারি
ডিম মুখে ভিড় করি পথে—কোথা যেন আছে মেলা
এমনি সে নয়া ঘরে দ্রুত যায় জীর্ণ গেহ ছাড়ি।
চড়ুই ফুরুৎ ফুরুৎ ডাবে ডাবে বসি সারা বেলা
ভ্রাম্যমান গুটিপোকা ঠোকরিয়া পাঠায় উদরে—
মাকড়সা চেল্লা বিছে জাল তলে খুঁজে খুঁজে ধরে।

* *

জানিনে সে কতদিনে কবে এটা হয়েচে তোয়ের
নাহি তার ইতিহাস কোনো, মালিক কে ছিলো এর
যায় নিকো আজো কভু নাম তার কথা তার জানা ;
নোঙরা মেঝেতে ওর কার দুটি রাঙা চরণের
প্রথম পড়েচে চিহ্ন—আজি তার নাহিরে ঠিকানা,
সে দিনে যে বধূ রূপে এসেছিলো এই গেহ মাঝে
পেতেছিলো খেলাঘর—আজি তারে খুঁজে পাই না যে।

* *

জানালা কবাট বেড়া রঙচটা বিচিত্র বরণা
চূণ মোছা যেথা সেথা দাগ, খয়েরের ছোট কণা
গুলে গেছে বরষার জলে ; সিঁদুর তেলের দাগ—
প্রসাধনে বসি যবে নয়া বধূ সহসা উন্মনা
প্রিয়-পথ-চেয়ে—এ গুলা ঘোষিচে তারি গাঢ় অনুরাগ ;
যে-চুল এসেচে ছিঁড়ে চিরুনীর আঁচড়ানো সাথে
জড়ানো আজো সে আছে খুঁটির ও-পেরেকের মাথে।

* *

চৌকাঠে হাতের ছাপ—দু'পায়ের ধূলো মাখা ছবি
লেগেচে পানের পিক ; সে-দিনের ইতিহাস সবি
আঁকা আছে আগোছাল পড়ো এই ঘরখানি মাঝে।
দেয়ালে দিয়েচে ফোঁটা নখ্‌গুলো তেলে চপ্‌চপি,
হিসাব রেখেচে কার, কি জিনিস লেখা নাই কাছে।
ধ্বসে গেছে দাওয়া গুলো ঝড়ে জলে অযতনে ফাটি
ফুটো চালে বৃষ্টি এসে ছিটায়েছে বারান্দার মাটি।

সোনাপাতিলার বিল

রহিমপুরের পাশ দিয়ে সোজা গেছে যে বাওর চলে,
ওরি নাম নাকি সোনাপাতিলা সে গ্রামবাসী সবে বলে।
কে জানে কাহারা দীঘি কাটাইয়া কবে সে কিসের লাগি
সোনা আর মেটে পাতিল লইয়া করি তায় ভাগাভাগি,
দুই পারে এর পুঁতিয়া দিয়াছে হিজল গাছের নীচে
সে দিনের কথা কাহিনী সে আজ—সত্য হয়েচে মিছে;
গাছ দু'টি আজো দুই পারে থাকি শাখা নাড়ি কথা কয়
বাদলের দেয়া ঝঞ্ঝা দাপট রোদের সোহাগ সয়।
এই জল আজ কখনো বা কমে কখনো ভরিয়া ওঠে
লোকে বলে হেথা 'দেউদে' যে আছে শুকাবে না তাই মোটে
সাত 'কোলা' টাকা দেউদে হয়েচে—পূজার মাদার গাছ
এরি পাহারায় আছে নাকি হোথা মস্ত গজার মাছ।
সিঁদুরের ফোঁটা মাথায় তাহার জ্বলিচে সোনার মতো,
যায়নিকো নাকি ধুইয়া মুছিয়া—বছর গিয়েচে কতো।
রাখাল ছেলেরা দুপুর বেলায় মোষের পিঠেতে চড়ি
লাফাইয়া পড়ি বিলের বুকেতে ঝাঁপায় প্রহর ভরি,
কেহ বা ছিটায়ে গায়ে দেয় জল কেহ বা সাঁতার কাটে
'টগে' 'টগে' খেলি ডুব ভেঙে ভেঙে চলে যায় ভিন্ ঘাটে;—
নিত্য দুপুরে এই করে করে সন্ধ্যে বেলায় উঠি
পাটখড়ি জ্বেলে তামাক খাইয়া লয়ে যায় তারা ছুটি।

পৌষের শেষ দিনটিতে যেন বিলের মহোৎসব
গাঁয়ের লোকেরা বুকে নেমে এর করে মহাকলরব ;
টানা দূর হতে বাহতেরা আসে মাছ ধরিবার লাগি
কারো কাঁধে 'পলো' কারো হাতে জাল কেহ আনে সুধু তাগি—
সারি বেঁধে বেঁধে বিলময় তারা পলো চাপা দিয়ে চলে
মাছ পড়ে যার টেনে তোলে সেই—কেহ বা সাথীরে বলে ;
দু'জনের কেহ হাত দেয় পূরে—কেহ বা শক্ত করি
নিকটেইতার দাঁড়াইয়া থাকে হাতের পলোটি ধরি।
জলে হাত দিয়ে হাত্ড়ে দেখায় অন্ধকারের কোঠে
কখনো বা মাছ—কখনো বা ব্যাঙ—কখনো বা সাপ্ ওঠে।
ঠ্যালা জাল লয়ে কূলে কূলে যারা ক্ষুদে মাছ সুধু ধরে
দুই পা চলিয়া তুলে ঝারে জাল—যদি কিছু এসে পড়ে,
ছোটো ছেলে পুলে—পলো কিবা জাল কিছুই যে আনে নাই
লোকের খচায় মরেচে যে পুঁটি—কুড়ায়ে লইচে তাই।
সোনা পাতিলার ঘোলা জলটুকু যেন এই দিনটায়
তলের কাদায় মাখামাখি করি কাজল হইয়া যায় ;—
গাঙ-চিলগুলা মাথার ওপরে উড়ে উড়ে সুধু চলে
ঝুপ্ করে ধরে দাঁড়কাণা মাছ পাখা ঝাপ্টায় জলে।
তাড়া খেয়ে যত মাছগুলা সব জুলার দাউনে এসে
চুল্বুল্ করে সারাদিন ধরি—খল্সে বেড়ায় ভেসে।
মাছ মারা শেষে পলো কাঁধে তুলি বাহতেরা যায় ঘর
সারি দিয়ে চলে আল্ বেয়ে বেয়ে পলো থাকে কাঁধ 'পর।
হালি গাঁথা মাছ কারো পিঠে ঝোলে কারো ছোটো কারো বড়ো
কেউ ফেরে সুধু খালি হাত নিয়ে—কিছুই হয়নি জড়ো।

চড়ুই ভাতির ধূম পড়ে যায় শেষ পৌষালি দিনে
আমোদ হয় না মারা মাছ আর মটরের শাক বিনে।
মাঠের মাঝেতে 'আখা' করা হয় তিনখানা ইঁট দিয়া
কেহ আনে নুন—কেহ আনে জল--কেহ আসে খড়ি নিয়া,
সোনাপাতিলায় ধরা মাছ আর চুরি করা শাক পাতা
চাল ডাল কিছু চেয়ে চিন্তিয়ে সুরু হয় সব রাঁধা ;—
চাষার ছেলেরা রেঁধে বেড়ে খায়—মেয়েরাও কেহ আসে
হাঁড়িগুলা আর এঁটো কলাপাতা ফেলে যায় পথ-পাশে।

ভাতার মারা পাথার

চলনের বিল আর কলমের গাঁ
এ দুয়ের নাহি কূল নাহি সীমানা—
এরি মাঝে ধূ ধূ করে দিশেহারা মাঠ
রোদে যেন মাটি ফাটে পুড়ে যায় কাঠ,
এইখানে হল চষে মাজু সোনা ভাই—
একলা সে পাথারেতে গাছপালা নাই
বিহানের ছায়া যায় দুপুরের খরা
ক্ষিদে লেগে রোদে পুড়ে সোনা আধ্‌মরা,
ডান হাতে ভাত আর পানি লয়ে ভাঁড়ে
বউ তার আল্‌ বেয়ে আসিচে খামারে।

গাঁও ছাড়া জোত জমি চষে যে সোনাই
তার লাগি দেক্‌ বড়ো হেঁটে এত ঠাঁই,
চিকন কাজল গা'ও ঘামে চুব্‌ চুব্‌
ক্ষেত চষে হয়েচে সে হয়রাণ খুব—
তেষ্টায় ফাটে ছাতি বশেখের বেলা
আধ্‌প'র রোদ গেলে পথে দেছে মেলা ;
আল্‌পথে বউ দেখি হাসে মনে মনে
অভাগারে মনে বুঝি পড়ে এত খনে,
কাছে এলে দেবে গাল ভাবে তাই সোনা
স্বোয়ামীরে দুখ দেওয়া বউয়ের গোনা।

হতভাগী বউ আসে টিপি টিপি করি
হেঁটে আর পারে না সে—চলে আল্ ধরি ;
পহরেক বেলা যাবে আসিতে সে হেথা
পিয়াসায় জান যায় বাহিরে না কথা—
হাতে ছিলো নড়ি গাছি তুলি বারে বারে
তাই দিয়ে ইসারায় ডাক দেয় তারে,
নড়ি দেখে বউ ভাবে নসিব খারাপ
আজিকার অপরাধ হবে নাকো মাফ ;—
দেরী দেখে গোসা ভরে ডাকিতেছে বুঝি
কাছে গেলে ঘা কত দেবে সোজাসুজি।

ঠক্‌ঠকে কাঁপে গা'ও—পা'ও না ওঠে
কাঁকালের ভাত পানি মাটিতে লোটে—
বউ ভাবে গোর আজি নজ্‌দিকে তার
ক্ষুধার চোটেতে স্বামী রাগিয়া আঁধার
এই বেলা জান লয়ে পলাইয়া বাঁচি
থালা ঘটি গোছাইয়া করি এক গাছি
সোনা ভা'র ভয়ে বউ ছেড়ে গেল মাঠ
পানি বিনা মাজু সোনা কেঁদে পাট পাট—
সেই কাঁদা আজো কাঁদে পূবের বাতাসে
কাণা মেঘে ঝরে দেয়া বুক-ফাটা শ্বাসে

বড়ো বুবু

বড়ো বুবু রফিজান মারা গেছে আজকে সকালে
মারা গেছে বিসূচিকা রোগে।
কাল যে বিকেল বেলা হাসিয়াছি তার সনে
কহিয়াছি কথা,
সবি তার মনে আছে—কিছু তার যাইনি ভুলিয়া।
আজ তার হয়েচে কবর।
কাল সে এসেচে গেছে এ-বাড়ী ও-বাড়ী
ঘুরিয়াছে চরকীর মতো
যতবারই কহিয়াছি কথা—ততবারই হাসিয়াছে যেন
চোখে মোর লেগে আছে সবি।
(দরদী বহিন মোর)
কাল সে আছিলো বেঁচে—
আমি তো ভাবিনি মনে যাবে চলে এত ত্বরা করি
—তা হলে কাছেতে ডাকি
আরো দুটো কহিতাম কথা
আরো ঘেঁসে বসিতাম কোলের কিনারে।
কাল সে সাঁঝের বেলা বাল্তীতে তুলিয়াছে পানি
এই কূয়ো হতে;
আজিকার সেই সাঁঝ আসিলো না ফিরে—
বিহানেই চলে গেল আপনার বাড়ী।

দরদের বুবু মোর—
তার লেগে চোখে ঝরে পানি
রাতের ঘুম সে নেছে
মুখের আধেক কথা—হাসিটুকু সব।
আমি আর রাবেয়া বেচারী
রাত দিন কহি তার কথা ;—
ও কহে এমন ননদ হবে নাকো আর
ননদ ছিলো না যেন—ছিলো তার বোন,
তার কথা ভুলিতে না পারে ;—
কহে আর কাঁদে—কেঁদে কেঁদে ফুলিয়েছে চোখ
কী বলে বুঝাবো তারে কথা নাহি পাই
আমারেই বুঝায় অপরে।

মা কেঁদে হয়েচে সারা—খালামাও কাঁদিয়া পাগল
রফিজান এক-ই মেয়ে তাঁর।
(কালকের সেই বেলা আসিলো না ফিরে)
আমেনা মায়ের লাগি কাঁদিতেছে খালি
দুই মেয়ে মরে গেছে, ও-ই স্রধু বাঁচে।
মায়েরে হারায়ে মেয়ে কাঁদে বিনাইয়া—
কাঁদিয়া আকুল।
(ওর কাঁদা শুনি
পড়শীরা মুছিতেছে চোখ।)
ভালো জামায়ের সাধ ছিলো খুব।

একটি জামাই লাগি কাকুতি করেচে কত—
বয়সের মেয়ে আর যায় নাকো রাখা।
বুবু তাই মরণের বেলা
মা'র হাতে দিয়ে গেছে আমেনারে তার।
দেখে যেন মামা মামী তারে
মেয়ের মতন করে রাখে যেন ওরা।
—কী হবে উহারে লয়ে ভাবিতেছি তাই ;
মরণের বেলা বুবু আমেনারে দেখি
কাঁদিয়াছে খুব।
সে ব্যথা বুকেতে মোর শেল হয়ে বাজে।

কারণে বা অকারণে কতদিন বলেচি তাহারে
কত রূঢ় কথা—
করিয়াছি রূঢ় ব্যবহার।
(দরদের বোন মোর)
তাহার বিষাদ মাখা কালো মুখখানি
মনে মোর পড়িতেছে আজ।
যেদিন করেচে রাগ—করিয়াছে অভিমান
সেদিন কহেনি কথা ভালো করে কারো সনে
মোর কাছে আসে নাই আর।
—আহা, তারে কত ব্যথা দিছি—
ক্ষমা যেন করে মোর সব অপরাধ।

দরদের বোন মোর—
কাল সে হেসেচে খেলেচে
আজ তার হয়েচে কবর।
কবর দেখিয়া সবে কেঁদে জার্ জার্
হায় হায় রোজ কিয়ামত
যেন আজ কার্বালা মাঠ।

বনেতে আগুন লাগে লোকে দেখে তায়
মনেতে লাগিলে আহা কে তাহা নিবায়!

এই চাঁদ ডুবে গেল—উঠিবে আবার
সে-ই শুধু আসিবে না আর।

নানা আর নানি

কত দিন আর হবে
ঘুমের আগের কাহিনী সে যেন চিরকাল মনে রবে !
এই তো সেদিন দু'বছর আগে ছিলো তারা সবে হেথা
ম্লান হয়ে গেছে পুরানো প্রদীপ—জ্বালাইয়া রাখে কে তা।
বরষার মেঘ ঢেলে পানিধারা ফসল ধরায় শাখে
ভোগের বেলায় মেঘের কথা কী কেউ আর মনে রাখে !

বুড়ো নানা আর নানি
চিরকাল তাঁরা বুড়োই ছিলেন—মনে যেন তাই জানি।
দলিজ ঘরের একটি কোণেতে মাদুর পাতিয়া বসে
বুড়ি বউ সাজা খামিরা তামাক টেনেছেন খুব কসে,
গাড়ুর ওপরে গামছা থাকিত নীচেতে রহিত পানি
ওজু করি তায় পড়েন নামাজ গায়েতে চাদর টানি।
মাথায় থাকিত কালো গোল টুপী—মুখেতে সফেদ দাড়ি
পরণে লুঙ্গী গায়েতে পিরাণ · কথা কন হাত নাড়ি।

আজো মনে পড়ে রোদে-পিঠে নানা বসেন গাছের তলে
নানি কাছে বসি সুখের দুখের চলেছেন কথা বলে—
নানা মাখে তেল গায়ে পিঠে মাথে দাঁত মাজে লোগ দিয়া
নানি আনে পানি কলসা ভরিয়া কাঁধেতে কাপড় নিয়া।

দলিজ ঘরের লিচু গাছ তলা—কখনো পুকুর পাড়ে,
নাতিপুতি লয়ে কথা কয় আর তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে,
কত না রাজার কত না কাহিনী ব্যাঘম ব্যাঘমী কোথা
রাজার ঝিয়ারী ঘুম যায় তার শিয়রেতে জাগে তোতা।
তেপান্তরের মাঠেতে কে আজ ঘোড়ায় চড়িয়া যায়
সাম্নে তাহার রাক্ষসপুরী—'দেও' তার পিছু ধায়।
কদ্ বাঁশী লয়ে রাখাল বাজায় গাছের ছায়ায় শুয়ে
হীরামন পাখী ঠোঁটে ছিঁড়ে আনে সাঁচি পান আর গুয়ে,
উহাদেরে যেন দেখিতে পেতাম আমার কিশোর মনে
রাজার ছেলের বিপদ ভাবিয়া কাঁপিতাম ক্ষণে ক্ষণে—
সুধাতাম—'নানা, তার পরে কি ? কি হলো গো তার পরে ?'
মনে থেকে যেতো লোভ একটুকু রাজার মেয়ের তরে।

নানা আর নানি চিরকালই আর ছিলেন না তো বুড়ো
ওঁদেরো জীবনে ফাগুন একদা করিয়াছে তাড়াহুড়ো,—
ওঁদের মনেও ফুটিয়াছে ফুল—বুকেতে জমেচে মধু
নানা পরেছিলো নওশার সাজ—নানি সেজেছিলো বধূ।
নানি যদি কভু থাকিত কখনো তাঁহার বাপের বাড়ী
নানা যেতো লয়ে জামদানী শাড়ী—নতুন গুড়ের হাঁড়ি।
নানিরে দেখিতে লুকাইয়া নানা উঁকি দিতো হেথা সেথা
তার পরে গেছে কত দিন কাল—মনে করে রাখে কে তা!

হিমেতপুরের বাঙর

ছোটো সে বাঙর পদ্মার মেয়ে হিমেতপুরের বাঁকে
চলিয়া গিয়াছে ঝপ্‌ঝপে পানে পল্লীর ফাঁকে ফাঁকে,
দুইপারে তার মসিনার জমি হল্‌দে ধানের শীষ
বাঁশের কঞ্চি বড়ুয়ের গাছ—গোখ্‌রার হিস্‌পিস্‌।
হিমেতপুরের জনরব হোথা মানসিংহের বাড়ী
বাড়ী আজ নাই খান কয় ইঁট পড়ে আছে আড়াআড়ি-
ওর 'পরে আজ জন্মেচে বট বিলেই আঁচড়া ঝাড়
বেতের কাঁটায় বৈঁচি লতায় হয়ে আছে আঁধিয়ার।
চারপাশে ওর সাপ কিলবিল শিয়ালেরা গান গায়
অর্জ্জুন ডালে বাদুরেরা থাকে কিচিমিচি শোনা যায়;
কচুবন আর ঘন বাঁশ ঝাড়—ভাদাল বেঁধেচে ভাঁটি
কাঁটা গাঁধিলার ফুলগুলো যেন রৌদ্রে গিয়েচে ফাটি।

যে-কালে আছিলো নীলকুটি হোথা শুনেচি সে-কালে নাকি
সায়েবেরা সব এসেছিলো হোথা গুপ্তধনের লাগি—
কতদিন ধরে সাবল ঠুকিয়া খুঁড়িয়া দালান কোঠা
টাকার ঘর তো করিলো বাহির—জালা সব গোটা গোটা
মোহরের থান দেখিয়া তাদের খুশিতে ভরিলো বুক
পরের ধনের লাগিয়া সবার প্রাণ করে ধুক পুক।

জন-মজুরেরা মোহরগুলিরে ছালাতে বোঝাই করে
পৌঁছায়ে দিলো নীল কুঠিয়ার সায়েব লোকের ঘরে—
সকলে সেথায় বস্তা ঢালিয়া দেখিলো অবাক হয়ে
মোহর তো নাই ভাঙা পাট্‌কেল এসেচে তাহারা লয়ে,
সায়েব রাগিয়া হয়েচে আগুন—মজুরেরা সব চোর
নিজেদের ঘরে টাকা রেখে এলো তাহাদের অগোচর।
মজুরেরা সবে কাঁদিয়া তাদের পায়েতে লুটায়ে পড়ে
কিছুই জানেনা এমন ব্যাপার ঘটিলো কেমন ক'রে,।
সাহেবের মনে সন্দ রহিলো মিছে তার কথা ভাবি'
নিজেরা যাইয়া বাক্স ভরিয়া লাগাইল তাহে চাবি—
নিয়ে এসে তায় ঢালিলো তাহারা দেখিলো এবারো তাই
মোহর বদলে গাড়ীটা হয়েচে পাট্‌কেল ইঁটে বোঝাই,—
দেক্‌সেক্ হয়ে পুনরায় তারা ওই দিয়ে ছালা ভরি
মানসিংহের ভাঙা দালানেতে নিয়ে এলো সরাসরি;
সেখানে আসিয়া ঢেলে দেচে যাই গাড়ীটা উপুর করে
ইঁট্‌পাট্‌কেল গেলো বা কোথায়—মোহরের থান পড়ে—
সব লোক যেন তাজ্জব হলো কয় নাকো কোনো কথা
কেমন করিয়া কী যে হয়ে গেল বুঝিলো না কেহ তা।

বাঙরের পাশে দীঘল হালট রাখাল চরায় গরু
ওরি পাশ দিয়ে ভুট্টার জমি পাটখড়ি সরু সরু—
জনার গাছের আগ্‌ডালে বসি ফেঁচ্‌কে চেঁচায়ে মরে,
তার কাছে বসি বড়শী ফেলিয়া করিম মৎস্য ধরে,
খালুয়ের মাঝে পেটুক পুঁঠিরা মনে মনে গজ্‌রায়
পোনাগুলো তার চুল্‌বুল্‌ করে—ধাড়ি টাকি আগে যায়।

বড়শী ছিঁড়েচে কাছিমের ছা' ছিপ্‌টি রয়েচে পড়ি
হাত পা'ও ভাঙা কাঁকড়ারা যায় অনাদরে গড়াগড়ি।
জলি ধান ঝাড়ে কৃষাণের মেয়ে গান গায় আন্‌মনে
সুর শুনি তার রাখাল ছেলের কাঁপে বুক ক্ষণে ক্ষণে ;
সোনা কাজলীর চিকণ গলায় জিরেণ কাটের রস
নালুক ফুলের চিনি-চাঁপা-রঙ চোখ ভরা কাঁচা ব'স।
সাঁঝের বেলায় জল নিতে আসে গোয়ালের দুধু মেয়ে
রাখালের রোজ গরুটা হারায় তার পথ চেয়ে চেয়ে।

আম কাঁঠালের বাগানের পাশে ওপারের ওই বাড়ী
তেঁতুল বাদাম সজিনার গাছ—নারিকেল সারি সারি,
ওই হোথা আছে আমার মনের লুকানো গোপন সোনা
মেঘ-রঙা-মেয়ে বুকে তার আজ ফাগুনের আনাগোনা।
ওরে ভালোবাসি—ভালোবাসি যেন সকল পরাণ ভরে
কত কাল ধরে' ওই চাঁদমুখ ভাবিছি নিজের করে ;
ওর মাঝে আমি খুঁজিয়া পেয়েচি আমার বুকের ধন
ওযে আজ মোর কথার পাথার সকলের চেয়ে আপন।
ওরে ভালবেসে বাঁশীর সুরেতে গাহিতে শিখেচি গান
ওর কথা মোর পরাণে বাজিচে সারারাত দিনমান,
দুই হাতে ওর বেঁধে দিচি মোর জীবনের রাঙা রাখী
ওর সাথে সাথে কাঁদিয়া ফিরিছে আমার ভাবনা পাখী ;
বিনি সুতা দিয়ে যে-মালা গেঁথেচি দুইজনে মনে মনে
সে-মালা আমরা দোঁহার গলায় পরায়েছি সযতনে।

এ খবর জানে আকাশের তারা সাঁঝের আঁধার রাতি
এই বিয়ে দেছে শীতের সন্ধ্যা কুয়াসা আঁচল পাতি,
সাক্ষী তাহার বুড়ো আমগাছ—আতার দীঘল ডাল
মাটির মায়ের ধান দুব্‌লায় বাঁধা মোরা চিরকাল ;—
ওর দিকে চাহি মোর দিন গুলা কান্নায় ভারী হয়
সাত বছরের সারা দিন রাত ওর মুখে চেয়ে রয়।
হিমেতপুর ও নারাণপুরের মাঝে কতখানি ফাঁক
কবে এ ফাঁকের আঁধার ঘুচিবে—আসিবে মিলন ডাক !
এর লাগি আজ গণিছি পহর আঁত-ফাটা বেদনায়
সাগর ছেঁচিয়া তুলেচি মাণিক—গলায় পরিব তায়।